ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْ مَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

সেদিন তোমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে (দুনিয়ার জীবনে প্রদত্ত) অনুগ্রহরাজি সম্পর্কে।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **সেদিন তোমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে (দুনিয়ার জীবনে প্রদত্ত) অনুগ্রহরাজি সম্পর্কে।**

উপরের আয়াতটি সূরা তাকাসুর (সূরা নম্বর ১০২) এর ৮ নম্বর আয়াত। সূরার শুরুতে বলা হয়েছে "বেশি বেশি প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহগ্রস্থ করে রেখেছে (এবং তোমরা এ মোহ ত্যাগ করবে না) যতক্ষন না তোমরা কবর জিয়ারত (মৃত্যু বরণ) করবে। (আয়াত ১ও২)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল আরাফ ৭:৬

১. তাদেরকে অবশ্যই আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করবো এবং জিজ্ঞাসাবাদ করবো রাসূলদেরও।

অতঃপর যাঁহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করিব এবং রাসূলগনকেও জিজ্ঞাসা করিব। (সূরা আল আরাফ ৭:৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল হিজর ১৫:৯২, ৯৩

২. তোমার প্রভুর শপথ! আমরা অবশ্যই তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো, তাদের কর্মকাণ্ডের বিষয়ে।

সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের! আমি উহাদের সকলেই প্রশ্ন করিব। (সূরা আল হিজর ১৫:৯২)

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ الربع

সেই বিষয়ে, যাহা উহারা করে। (সূরা আল হিজর ১৫:৯৩)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা বনি ইসরাইল ১৭:৩৪</u>

৩. উত্তম পন্থায় ছাড়া এতিমদের মাল সম্পদের কাছেও যেয়ো না। অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, কারণ অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

ইয়াতিম বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়ে ছাড়া তোমরা তাহার সম্পত্তির নিকটবর্তী হইও না এবং প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবে প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হইবে। (সূরা বনি ইসরাইল ১৭:৩৪)

৪.নিশ্চয়ই কান, চোখ, অন্তর এর প্রত্যেকটি সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করা হবে।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই উহার অনুসরণ করিও না; কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়- উহাদের প্রত্যেকটি সম্পর্কেই কৈফিয়ত তলব করা হইবে। (সূরা বনি ইসরাইল ১৭:৩৪)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u>

৫. কিয়ামতের দিন তাদের (এসব) মিথ্যা রচনার ব্যাপারে অবশ্যই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

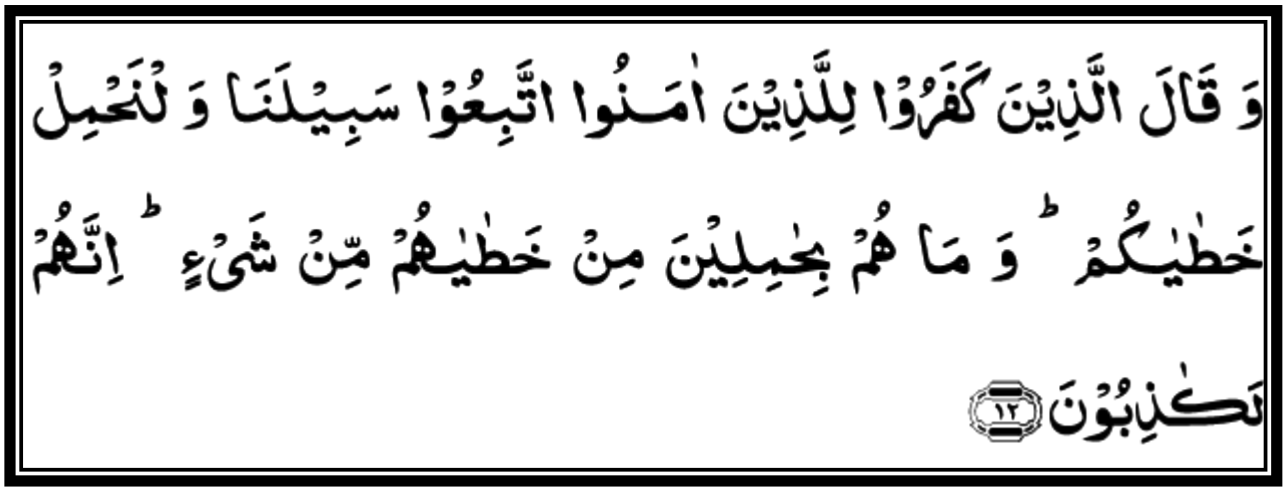
وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَ لْنَحْمِلْ
خَطٰيٰكُمْ ؕ وَ مَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ اِنَّهُمْ
لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٢﴾

কাফিররা মুমিনদেরকে বলে, আমাদের পথ অনুসরণ করো তাহা হইলে আমরা তোমাদের পাপভার বহন করিব। কিন্তু উহারা তো তাদের পাপভারের কিছুই বহন করিবে না। উহারা অবশ্যেই মিথ্যাবাদী। (সূরা আনকাবুত ২৯:১২)

وَ لَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَ اَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ۫ وَ لَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣﴾

উহারা নিজেদের ভার বাহিন করিবে এবং নিজেদের বোঝার সঙ্গে আরো কিছু বোঝা; আর উহারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই উহাদেরকে প্রশ্ন করা হইবে। (সূরা আনকাবুত ২৯:১৩)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল আহযাব ৩৩:১৫

৬. আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

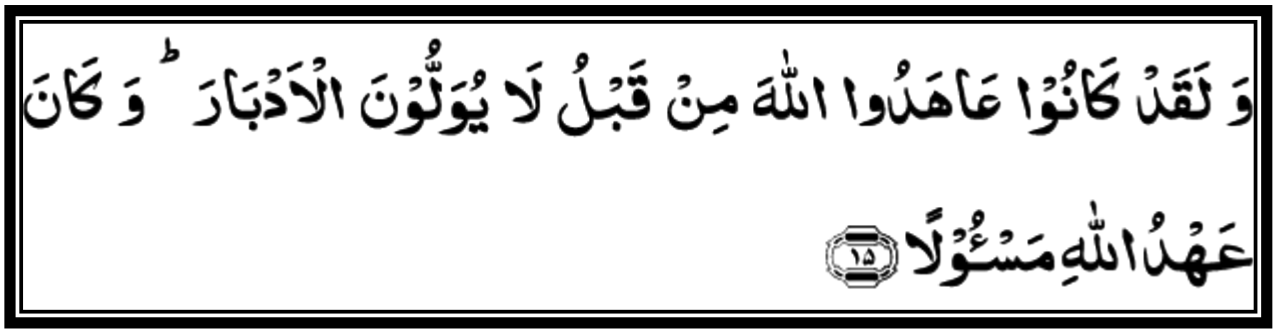

ইহারা তো পূর্বেই আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করিয়াছিল যে, ইহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না। আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হইবে। (সূরা আল আহযাব ৩৩:১৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা সাবা ৩৪:২৫

৭. তোমাদের(মুমিনদের) অপরাধের জন্য তোমাদের (কাফিরদের) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। আর তোমাদের (কাফিরদের) কর্মকান্ডের জন্য আমাদের (মুমিনদের) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

বল, আমাদের অপরাধের জন্য তোমাদের জবাবদিহি করিতে হইবে না এবং তোমরা যাহা করো সে সম্পর্কে আমাদেরকেও জবাবদিহি করিতে হইবে না। (সূরা সাবা ৩৪:২৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আস সাফফাত ৩৭:২৪

৮. তাদের (কাফেরদের) থামাও, কারণ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

অতঃপর উহাদেরকে থামাও, কারণ উহাদের প্রশ্ন করা হইবে। (সূরা আস সাফফাত ৩৭:২৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আয যুখরুফ ৪৩:৪৪

৯. শীঘ্রই এ (কুরআনের) বিষয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।

কুরআন তো তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু। তোমাদেরকে অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হইবে। (সূরা আয যুখরুফ ৪৩:৪৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা তাকাসুর ১০২:১ থেকে ৮

১০. সে দিন তোমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে (দুনিয়ার জীবন প্রদত্ত) অনুগ্রহরাজি সম্পর্কে।

প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে, (সূরা তাকাসুর ১০২:১)

যতক্ষন না তোমরা কবরে উপনীত হও, (সূরা তাকাসুর ১০২:২)

ইহা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রহি ইহা জানিতে পারিব। (সূরা তাকাসুর ১০২:৩)

আবার বলি, ইহা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রহি ইহা জানিতে পারিবে। (সূরা তাকাসুর ১০২:৪)

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝٥

সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকিলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হইতে না। (সূরা তাকাসুর ১০২:৫)

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝٦

তোমরা তো জাহান্নাম দেখিবেই। (সূরা তাকাসুর ১০২:৬)

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝٧

আবার বলি, তোমরা তো উহা দেখিবেই চাক্ষুস প্রত্যয়ে, (সূরা তাকাসুর ১০২:৭)

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝٨

ইহার পর অবশ্যই সেই দিন তোমাদেরকে নিয়ামত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে। (সূরা তাকাসুর ১০২:৮)

অনুগ্রহরাজি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আয়াত

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আন নাহল ১৬:১৮

১১. তোমরা যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা কর তবে সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝١٨

তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করিলে উহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না। আল্লাহ তো অবশ্যই ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু। (সূরা আন নাহল ১৬:১৮)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আর রহমান ৫৫:১৬</u>

১২. তা হলে (জ্বীন মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোনো দানকে তোমরা করবে অস্বীকার? ২৯ বার এই আয়াত টি এসেছে সূরা আর রহমান।

সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোনো অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
(সূরা আর রহমান ৫৫:১৬)

প্রিয় ভাই ও বোনের আসুন কুরআন ও হাদীস বুঝে বুঝে পাঠ করি এবং আল্লাহর নিয়ামত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করি। আমাদের শরীরের অঙ্গপ্রতঙ্গ আল্লাহর দান। বাতাস, অক্সিজেন, মিঠা পানি, নোনা পানি, চিন্তা শক্তি, স্মৃতি, ভালো মন্দ বিচার করার ক্ষমতা, ইচ্ছা শক্তি (free will) সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা (limited autonomy), গাছপালা, বৃক্ষলতা, শস্য, ফল-ফলাদি, পশু, পাখি, নদ-নদী, সাগর, মহাসাগর, পাহাড়পুর্বত, সূর্য চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সবই আল্লাহর তৈরী করেছেন। আল্লাহর অনুগ্রহের সংখ্যা গণনা করে শেষ করা যাবে না।

আসুন, আল্লাহর দান ও অনুগ্রহের শুকরিয়া আমরা আদায় করি। শুকরিয়া আদায় করার পন্থা হলো শিরক মুক্ত হয়ে আল্লাহর উপর ঈমান আনা এবং ঈমানের উপর দৃঢ় থাকা। আল্লাহর স্মরণ করা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে সর্বাবস্থায়। সৎ কাজ করা এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা। শয়তানের বা শয়তানরূপী মানুষের অনুসরণ না করা। অন্যদেরকেও এ পথে আহবান করা। তাহলে আশা করা যায় আল্লাহর জিজ্ঞাসা করা থেকে আমরা বেঁচে যাবো।

আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তার পথে চলার ও অবিচল থাকার তৌফিক দান করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/